## স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন

# মাধবকাঠী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি.

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা থেকে দূরে অবহেলিত বিলের মধ্যে একটি গ্রাম নাম মাধবকাঠী। এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অসচ্ছল কৃষিজীবী, জেলে ও দিনমজুর। গ্রামে লোকের অভাব-অনটন লেগেই আছে। এ গ্রামেরই সদ্য কৈশোর থেকে যুবকে পা দেওয়া তিনবন্ধু দীপংকর, বীজন এবং পরেশ। তিন বন্ধুর মধ্যে খুব ভাব। একসঙ্গে চলাফেরা, খেলাধুলা, আড্ডা বলতে গেলে সবই একসাথে। কিন্তু তিন বন্ধুর মনের মধ্যে কোন সুখ নেই। গ্রামে সাধারণ মানুষের অভাব, আর্থিক দৈন্য তাদের সুখ কেড়ে নিয়েছিল। তিন জনের সবসময় মনে হত কি করে এ মানুষদের অভাব দূর করা যায়। কেননা গ্রামের মানুষের বিপদে হঠাৎ কখনো কোন টাকার প্রয়োজন হলে তারা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ধনী মানুষের কাছে যেয়ে হাত পাততো। এ সুযোগে তারা অধিক মুনাফায় কর্জ প্রদান করত বিনিময়ে জমির দলিল বা স্বর্ণের গহনা বন্ধক রেখে দিত। ছোটবেলা থেকেই এ অবস্থা দেখতে দেখতে তারা বড় হয়েছে। তারা তিন বন্ধু সব সময় বলত এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এ থেকে মুক্তির একটা পথ বের করতেই হবে। ১৫ জুন ১৯৯৭ সাল। পূর্ণিমার রাতে তিন বন্ধু মাঠে বসে চিন্তা করতে লাগল কি করা যায়? 'দিপংকর বলল- তোরা বল কি করা যায়?' অন্য বন্ধুরা কোনো উত্তর দেয় না। শেষে দিপংকর বলল 'আমরা তিনজনে সপ্তাহে ৫/- টাকা করে দিয়ে একটা সমিতি চালু করব এখানে যে সঞ্চয়ের টাকা জমা হবে ঐ টাকা আমরা গ্রামের যার খুব টাকার প্রয়োজন তাকে দিব। মুনাফার পরিমাণ হবে খুব সামান্য। আর কেউ যদি ১৫ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেয় তার কাছ থেকে কোন মুনাফা নেব না। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল। এরপর তিন বন্ধু সমিতির নাম ঠিক করল 'মাধবকাঠী কিশোর সঞ্চয় সমিতি'।

কিন্তু দেখা গেল, যে পরিমাণ টাকা জমা হয় তা দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না। শেষে সিদ্ধান্ত হল এর সদস্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। প্রথমে নিজেদের কাছের এবং পরে গ্রামের অন্য লোকদের বুঝিয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১৩ তে। প্রতি সপ্তাহে ৬৫/- টাকা করে আদায় করা হয় আর জমা রাখা হয়। কর্জ প্রদানের পরিমাণ জনপ্রতি ১০০/- টাকা। বছর শেষে মোটামুটি কয়েক জনকে কর্জ দিয়ে তারা পথ চলা শুরু করল। দুঃখী মানুষের দারিদ্র্য মুক্তির সে পথ চলা থেমে থাকে নি। অনেক চড়াই-উৎড়াই পেড়িয়ে এ পথ চলা ছিল কঠিন, কখনো অশুভের কালো মেঘ এসে এ সমিতিকে ভেঙে দিয়ে যায়। পুনরায় আবার সকালের সোনারোদের হাসি নিয়ে নতুন করে সমিতি চালু করা হয়।

প্রথমে যারা এ সমিতির সদস্য হলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য .....

১. জনাব দীপংকর মন্ডল
২. জনাব পরেশ মন্ডল
৩. জনাব বীজন মন্ডল
৪. জনাব সমরেশ মন্ডল
৫. জনাব শংকর মন্ডল
৬. জনাব শ্যামলী মন্ডল
৭. জনাব প্রভাষ মন্ডল
৮. জনাব সুলেখা মন্ডল
৯. জনাব পরান মন্ডল

২০০২ সাল। সমিতির সদস্য সংখ্যা পৌঁছে যায় ৫৬ তে। দিপংকরের মাথায় এল নতুন চিন্তা। এ ভাবেতো চলা যায় না এ সমিতিকে একটা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। সে সকলকে বোঝাতে লাগল আমাদের সমিতির নিবন্ধন প্রয়োজন। কেননা দেশের আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এই ছিল দিপংকরের ধ্যান-জ্ঞান। এরই মধ্যে সে পার্শ্ববর্তী থুকড়া গ্রামের জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির নাম শুনেছে। যে সমিতির বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার উপরে। সে চিন্তা করল আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা সমবায় কার্যক্রমেরই অনুরূপ। শেষে সকল সদস্য একমত হয়, সমবায় সমিতি গঠনের। তিনবন্ধু- দীপংকর, বীজন এবং পরেশ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার নিকট হতে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়

পরামর্শ নিয়ে সেইমত কাগজপত্র তৈরি করতে থাকেন আর স্বপ্ন দেখেন তাদের সমিতির সফল বাস্তবায়নের। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা হতে নিবন্ধন লাভ করে। তবে নামের কিছুটা পরিবর্তন করা হয় 'মাধবকাঠী কিশোর সঞ্চয় সমিতি' হতে নামকরণ করা হয় 'মাধবকাঠী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি.'। বিকেলে মিটিং ডেকে দিপংকর সবাইকে সমিতি নিবন্ধনের সুসংবাদ দিলেন সবার মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। পূর্ণতা পেল একটি স্বপ্নের।

নিবন্ধন পেয়ে ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করে। ছোট একটি টিন সেডে শুরু হয় সমিতির কার্যক্রম। একটি টিন সেডের অফিস ঘর থেকে আজ একটি পাকা সুন্দর দালান ঘরে সমিতির অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। গত ২৪/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপসচিব জনাব সুশান্ত কুমার কুন্ডু নতুন অফিস ঘর উদ্বোধন করেন। জনাব অঞ্জন কুমার সরকার, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা, জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, জেলা সমবায় অফিসার, খুলনা, জনাব সৈয়দ জসীম উদ্দিন, উপজেলা সমবায় অফিসার, ডুমুরিয়া, খুলনা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সমিতির সুদৃশ্য অফিস ঘরের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন সমিতির সকল সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজনের উপস্থিতিতে একটা উৎমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে সমিতির সদস্যসহ মূলধনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | শেয়ার মূলধন | : | ১,২২,৬১,৬২৯/- |
| ২. | সঞ্চয় আমানত | : | ১,৭৯,৩৬,৯০৫/- |
| ৩. | ঋণ পাওনা | : | ২,৫১,৮৫,৫৬৮/- |
| ৪. | সঞ্চিতি তহবিলসমূহ | : | ২৭,৫০,১২১/- |
| ৫. | ব্যাংকে মজুদ | : | ২৭,৫৭,৮৯২/- |
| ৬. | কর্মচারীর সংখ্যা | : | ৫ (পাঁচ) জন। |
| ৭. | অফিস ঘরের মূল্য | : | ২,৭৩,৪১৯/- |

দিপংকর এখন গ্রামের একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। গ্রামের মানুষ তাকে মুক্তির দূত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এখন অভাব-অনটন, চিকিৎসা, শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ, কর্মসংস্থান, কৃষি, পোল্ট্রি শিল্প, মৎস্য চাষ, গবাদীপশু পালন ইত্যাদি নানাবিধ জরুরি প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ সমিতির কাছ থেকে স্বল্প মুনাফার বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করে এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তি শোধ করে সমিতির সুনাম বৃদ্ধি করছে। ইতোমধ্যে দিপংকর ডুমুরিয়া উপজেলায় গঠিত ডুমুরিয়া কেন্দ্রীয় সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি. এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দিপংকর অশিক্ষিত মানুষ হলেও এই সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নতুন করে পড়াশুনা শুরু করেছে।

সদিচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা থাকলে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এর সৃষ্টি হতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ এই মাধবকাঠী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি.। সমিতির বর্তমান কৃষি, ব্যবসা, মৎস্যচাষ, সবজিচাষ, ফিসফিড, ঘর তৈরি, ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্নমুখী প্রকল্প চালু রয়েছে। আরও বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সমিতিটি অচিরেই মাধবকাঠী গ্রামের দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সরদার জাহিদুর রহমান
উপজেলা সমবায় অফিসার
ডুমুরিয়া, খুলনা।
ফোন:-০২৪৭৭৭-৩২১১৫
মোবাইল নং- ০১৯৫৮-০৬১৬৬৮
ইমেইল-ucodumuria @gmail.com